ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫

২৫ জুন ২০২৬

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার অঙ্গীকার
- ২০২৪ সালে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত জুলাই আন্দোলনেও দুর্নীতিকে রাষ্ট্রের অন্যতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক শাসনের দাবি জোরালো হয়; রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অন্যতম প্রত্যাশা
- সেবাখাতে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেন সাধারণ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সেবাখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পূর্ববর্তী জরিপ ও গণমাধ্যমের তথ্য মতে বাংলাদেশে সেবাখাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি বিরাজমান; নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা এবং তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান
- 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ' টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম – ১৯৯৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দশটি খানা জরিপ সম্পন্ন; এরই ধারাবাহিকতায় এটি ১১তম খানা জরিপ

খানা জরিপের উদ্দেশ্য এবং তথ্য সংগ্রহের সময়

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের খানাগুলোর সেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণে খানাগুলো কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা
- বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা
- খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

তথ্য সংগ্রহের সময়

- সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময়: নভেম্বর ২০২৪ – অক্টোবর ২০২৫
- জরিপ পরিচালনা: ১২ নভেম্বর – ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

জরিপের আওতা

- বিভিন্ন খাতভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে খানার সদস্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
- জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: 'ব্যক্তিস্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'
- দুর্নীতির আওতা: সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়
    - ঘুষ
    - জোরপূর্বক অর্থ আদায়
    - আত্মসাৎ
    - প্রতারণা
    - দায়িত্বে অবহেলা
    - স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার
- জরিপে ব্যবহৃত ঘুষের সংজ্ঞা: 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাখাত/প্রতিষ্ঠান

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
- পাসপোর্ট
- বিআরটিএ
- বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা
- স্বাস্থ্য
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
- ভূমি
- শিক্ষা
- বিদ্যুৎ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা
- কর ও শুল্ক
- এনজিও
- ব্যাংকিং
- কৃষি
- গ্যাস
- বীমা
- জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)
- অন্যান্য

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত **Integrated Multi-Purpose Sampling (IMPS)**-ব্যবহার করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন **(Two Stage Stratified Cluster Sampling)** পদ্ধতিতে জরিপের নমুনায়ন
    - প্রথম পর্যায়: দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ভিত্তিতে ১৬টি স্তরে বিভাজন করে সমান সংখ্যক নমুনা পাওয়ার লক্ষ্যে **IMPS** ব্যবহার করে প্রতিটি স্তর থেকে ৩১-৮৩টি **Primary Sampling Unit (PSU)** দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন; সর্বমোট ১,১৪৯টি 'পিএসইউ' নির্বাচন
    - দ্বিতীয় পর্যায়: নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-এর মধ্যে **IMPS** এ উল্লিখিত খানাসমূহকে তালিকাভুক্ত **(Listing)** করা; তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক দৈবচয়নের **(Systematic Random Sampling)** মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সংখ্যক খানা নির্বাচন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১৩/২৬/৩৪টি খানা নির্বাচন

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি...

দেশের আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে সর্বমোট ১,১৪৯টি পিএসইউ নির্বাচন

নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-এর মধ্যে, IMPS এ উল্লেখিত খানা তালিকাভুক্ত (listing) করা

তালিকা (listing) থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (১৩/২৬/৩৪টি) খানা নির্বাচন

জরিপে আওতাভুক্ত খানা: ১৭,২৮০টি

মোট নন-রেসপন্স ৯.১% (মোট ১,৫৬৫টি খানা); তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক ০.৯% এবং অনুপস্থিত ৮.২% খানা

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা: ১৫,৭১৫টি (৯০.৯%)

শহরাঞ্চল ৭,৮১১টি (৪৯.৭%)

গ্রামাঞ্চল ৭,৯০৪টি (৫০.৩%)

- আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে এ নমুনায়ন সমগ্র দেশের ও বিভাগভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মান নিশ্চিত করে

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫২	৯৬৮*	১,৯২০
চট্টগ্রাম	৯৮৪	৯৭৭*	১,৯৬১
রাজশাহী	১,০০৪	৯৫১	১,৯৫৫
খুলনা	৯৯২	৯৫৪	১,৯৪৬
বরিশাল	১,০০৫	১,০২১	২,০২৬
রংপুর	৯৮৯	৯৮০	১,৯৬৯
সিলেট	৯৬৯	৯৭৩	১,৯৪২
ময়মনসিংহ	১,০০৯	৯৮৭	১,৯৯৬
মোট খানা	**৭,৯০৪**	**৭,৮১১**	**১৫,৭১৫**

** মোট দুটি পিএসইউতে জরিপ করা সম্ভব হয়নি; ঢাকার পিংক সিটি আবাসন কর্তৃপক্ষ এবং রাঙ্গামাটির কাউখালীতে নিরাপত্তার অজুহাতে স্থানীয় নেতৃত্বের বাধার কারণে*

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

- জরিপের পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ; জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক এবং জরিপকাজে অভিজ্ঞ ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী ও ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ
- তথ্য সংগ্রহকারী ও মাঠ তত্ত্বাবধায়কদের ১১ দিনব্যাপি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর 'ফিল্ড টেস্ট' সম্পন্ন; ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে জরিপের প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ
- তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম KoboToolbox ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং টিআইবি'র PACTApp-এর সার্ভারে ডেটাবেজ সংরক্ষণ
- টিআইবি'র গবেষক কর্তৃক প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী দলের খানা জরিপ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান
- পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবি'র গবেষকদের দিক-নির্দেশনায় মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক তথ্য-উপাত্তের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা – রেকর্ড চেক (১০০%), ব্যাক চেক (২.৫%), স্পট ও অ্যাকোম্পানি চেক (৪.৫%) এবং টেলিফোন চেক (৩%)
- জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক ভর (Weight) ব্যবহার

জরিপের ফলাফল

খানা সম্পর্কিত তথ্য

নির্দেশক	খানা জরিপ ২০২৫*
খানাপ্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৬ জন (গ্রামাঞ্চল ৪.৬; শহরাঞ্চল ৪.৫) [৪.২৬ জন (বিবিএস, *খানা আয়-ব্যয় জরিপ*, ২০২২)]
খানার সদস্যদের লিঙ্গ	নারী ৪৮.৯%; পুরুষ ৫১.১% [পুরুষ ৪৯.৫৪%; নারী ৫০.৪৫% (বিবিএস, *জনশুমারী ও গৃহগণনা*, ২০২২)]
খানা প্রধানের লিঙ্গ	নারী ৯.৪%; পুরুষ ৯০.৬%
খানা প্রধানের ধর্ম	ইসলাম, ৯১.৬%; সনাতন, ৭.৬%; অন্যান্য ০.৮% [ইসলাম ৯১.০৮%; সনাতন ৭.৯৬%; অন্যান্য ০.৯৭% (*বিবিএস*, *জনশুমারী ও গৃহগণনা*, ২০২২)]
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি আছে এমন খানার হার	৭.৫% [৫.৭১% (বিবিএস, *খানা আয়-ব্যয় জরিপ*, ২০২২)]
খানাপ্রতি মাসিক গড় আয়	২৮,০৮১ টাকা (গ্রামাঞ্চল - ২৭,০৭২ টাকা; শহরাঞ্চল - ৩০,২২৬ টাকা) [খানাপ্রতি গড় আয় ৩২,৪২২ টাকা; গ্রামাঞ্চল ২৬,১৬৩; শহরাঞ্চল ৪৫,৭৫৭ (বিবিএস, *খানা আয়-ব্যয় জরিপ*, ২০২২)]
খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর (১২.২%), স্বশিক্ষিত (২৩.৪%), প্রাক-প্রাথমিক (১০.২%), প্রাথমিক (৩৩.৬%), মাধ্যমিক (১০.৩%), উচ্চ মাধ্যমিক (৪.৮%), স্নাতক (৩.০%), স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব (২.২%) [প্রাথমিক ২৮%; মাধ্যমিক ৩৯%; উচ্চ মাধ্যমিক ৮% (বিবিএস, *জনশুমারী ও গৃহগণনা*, ২০২২)]

খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	সার্বিক	নারী	পুরুষ
কৃষি	১৯.২	১.৫	২১.১
ব্যবসা	১৭.৩	২.৮	১৮.৮
দিনমজুর/ক্ষেতমজুর	১৩.৩	৪.৭	১৪.২
বেসরকারি চাকরি	৯.১	৪.৩	৯.৬
গৃহকর্ম	৭.০	৭২.৪	০.২
পরিবহন শ্রমিক	৭.১	০.১	৭.৮
প্রবাসী	৬.৪	০.৫	৭.০
রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি	৬.০	০.৪	৬.৬
বেকার	৪.৭	৩.৭	৪.৮
অবসরপ্রাপ্ত	৪.৩	৩.২	৪.৪
সরকারি চাকরি	১.৩	০.১	১.৫
জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি/কুটির শিল্প/হস্তশিল্প	১.২	০.১	১.৩
শিক্ষকতা	০.৯	০.৫	০.৯
পেশাজীবী (ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী)	০.৫	০.২	০.৫
অন্যান্য (ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি)	১.৭	৫.৫	১.৩

তথ্যদাতা সম্পর্কিত তথ্য

নির্দেশক	খানা জরিপ ২০২৫*
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি ৯৮.৮%; অন্যান্য ১.২%
ধর্ম	ইসলাম, ৯১.৬%; সনাতন, ৭.৬%; অন্যান্য ০.৮%
লিঙ্গ	নারী ৫৭.২%; পুরুষ ৪২.৮%
গড় বয়স	৪৩ বছর (নারী ৩৯ বছর; পুরুষ ৪৮ বছর)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	নিরক্ষর (৯.৭%), স্বশিক্ষিত (১৯.৯%), প্রাক-প্রাথমিক (৯.৩%), প্রাথমিক (৩৮.৮%), মাধ্যমিক (১১.৫%), উচ্চ মাধ্যমিক (৫.৮%), স্নাতক (২.১%), স্নাতকোত্তর ও তদূর্ধ্ব (০.২%)

সেবাগ্রহীতা সম্পর্কিত তথ্য

নির্দেশক	খানা জরিপ ২০২৫
লিঙ্গ	নারী ৪৫.২%; পুরুষ ৫৪.৮%
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালি ৯৮.৭%; অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ১.৩%
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের মধ্যে সেবা গ্রহণ	৫৭.৪%

সেবাগ্রহণ পদ্ধতি (%)

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

খাতভেদে সেবাগ্রহীতা খানার সংখ্যা ও হার

সেবাখাত	জাতীয়		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
	n	%	%	%
কমপক্ষে একটি খাতে সেবা গ্রহণ	১৫,৬৯২	৯৯.৮	৯৯.৮	৯৯.৮
কোনো খাত থেকেই সেবা নেয়নি	২৩	০.২	০.২	০.২
N	১৫,৭১৫	১০০.০	৭,৯০৪	৭,৮১১
স্বাস্থ্য	১৪,১৩৯	৮৯.০	৮৮.৫	৯০.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১২,২৬৪	৭৬.৫	৮০.৭	৬৭.৫
শিক্ষা	১০,৪১৮	৬৫.৭	৬৫.৭	৬৫.৭
বিদ্যুৎ	৯,৮৬২	৫৮.৯	৬৩.৮	৪৮.৪
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	৯,২০২	৫৭.১	৫৫.৬	৬০.১
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৭,৮০৩	৪৮.৪	৪৯.৪	৪৬.৩
কৃষি	৫,৪৫০	৩৬.০	৪৪.০	১৮.৬
ভূমি	২,৭২৪	১৭.০	১৭.৫	১৫.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২,৪৫২	১৫.৮	১৫.১	১৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৩৪	৯.৪	৮.৯	১০.৪
বীমা	১,৩৯৮	৮.৮	৮.৭	৯.২
পাসপোর্ট	১,২৯৯	৮.৫	৮.১	৯.১
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	১,২৪৭	৭.৬	৭.৫	৭.৬
বিআরটিএ	৬২২	৩.৫	২.৯	৪.৬
কর ও শুল্ক	৬০৩	৩.২	২.৪	৪.৮
গ্যাস	৩৬৪	২.৪	০.৭	৬.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩৫৫	২.০	২.৩	১.৩

খাতভেদে সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানা (%)

কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার

৮১.৬%

গ্রাম ৮৩.৩%

শহর ৭৮%

সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
পাসপোর্ট	৮৪.৪	৮৭.০	৭৯.৪
বিআরটিএ	৭৯.৩	৮০.৪	৭৭.৭
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৭১.৩	৭১.৩	৭১.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৯.৪	৬৯.৭	৬৮.৮
ভূমি	৬৬.৩	৬৭.২	৬৪.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬৪.৪	৬৪.৬	৬৪.০
কৃষি	৬৪.৪	৬৪.৪	৬৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২.৫	৫৩.২	৫০.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪৭.৪	৪৫.৯	৫০.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৬.০	৪৫.৭	৪৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪১.৩	৩৯.৭	৪৭.৯
বিদ্যুৎ	৩৬.১	৩৬.১	৩৬.২
বীমা	২৫.৬	২৬.৪	২৪.০
গ্যাস	২৫.৪	২৬.৫	২৫.১
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	১৬.৩	১৭.২	১৪.৪
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১৩.১	১২.৪	১৪.৬
কর ও শুল্ক	১১.২	১২.৪	১১.২

খাতভেদে সেবা গ্রহণে ঘুষের* শিকার খানা (%)

কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার

৬৩.৬%

গ্রাম
৬৬%

শহর
৫৮.৫%

সেবাখাত	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
পাসপোর্ট	৭৬.৬	৭৯.১	৭১.৮
বিআরটিএ	৬৩.৫	৬১.৫	৬৬.৩
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৪৯.৩	৫১.৩	৪৫.৪
কৃষি	৪৯.৩	৪৮.৯	৫১.০
ভূমি	৪৭.৬	৪৮.৬	৪৫.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৯.৬	৪০.৩	৩৭.৯
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.৮	৩৫.২	৩৩.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৯.৭	২৯.৯	২৯.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৭.৭	২৭.৪	২৮.৬
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	২১.৯	২০.৩	২৫.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১২.৫	১২.১	১৪.২
বিদ্যুৎ	৬.৮	৬.২	৮.৬
গ্যাস	৬.০	১০.৯	৪.৮
কর ও শুল্ক	২.৮	১.৮	৩.৯
বীমা	২.৭	২.৮	২.৩
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	১.৪	১.৭	০.৮
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	১.৪	১.১	১.৮

** ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'*

খাতভেদে সেবা গ্রহণে গড় ঘুষের পরিমাণ* (টাকা)

সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবাখাত**	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২৪,৬৯১	২৩,১০৩	২৮,৪৩০
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	১৯,৩২২	১৮,৯৫৪	২০,৮৬৫
ভূমি	১১,৩১১	১০,৫০১	১৩,৩৩৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭,৪০৭	৬,৭৯৪	৮,৭৩৬
বিআরটিএ	৬,৯২৩	৫,৯৭২	৮,১৩০
পাসপোর্ট	৪,৫৩২	৪,৯৯১	৩,৫৭৩
বিদ্যুৎ	২,২৬১	২,২৩৮	২,৩০৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১,৯৩৫	১,৭৫০	২,২২০
কৃষি	১,৪০২	১,৩৭৫	১,৫৪২
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	১,২৩৩	১,৩৭৩	৭৭২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১,০৪৯	৯১৩	১,৪২৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৯২৩	৯৩৯	৮৮১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	২৫৮	২৪৭	২৮২

** ঘুষের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে*

*** এনজিও, বীমা, গ্যাস এবং কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবাখাতে নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি*

বিভাগভেদে দুর্নীতি এবং ঘুষের শিকার খানা (%)

জাতীয়ভাবে দুর্নীতির শিকার ৮১.৬% এবং ঘুষের শিকার ৬৩.৬%

বিভাগ	দুর্নীতির শিকার	ঘুষের শিকার
ময়মনসিংহ	৮৮.৯%	৬৬.৬%
খুলনা	৮৮.০%	৭৩.৬%
বরিশাল	৮৭.৬%	৬৯.১%
রংপুর	৮৫.৭%	৬২.৮%
ঢাকা	৮০.১%	৬৩.৯%
চট্টগ্রাম	৭৯.৪%	৫৯.৪%
সিলেট	৭৯.৩%	৫৮.৯%
রাজশাহী	৭২.৯%	৫৮.৮%

খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা (%)

* সরকারি ও বেসরকারি

** ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী

*** দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি

খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (%)

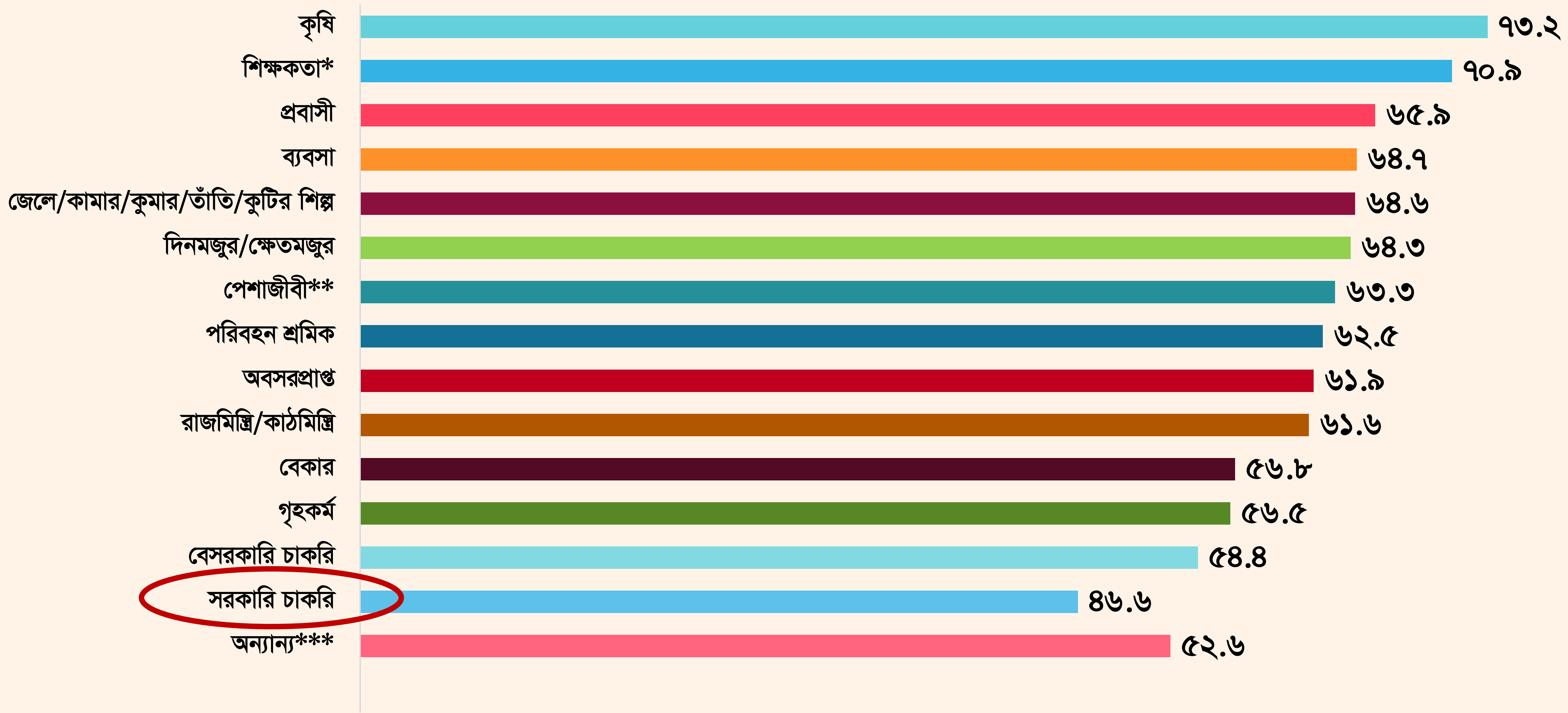

* সরকারি ও বেসরকারি

** ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/আইনজীবী

*** দর্জি, বাবুর্চি, জনপ্রতিনিধি, ইমাম/পুরোহিত/ধর্মগুরু/যাজক/নান ইত্যাদি

আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও লিঙ্গভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতা (%)

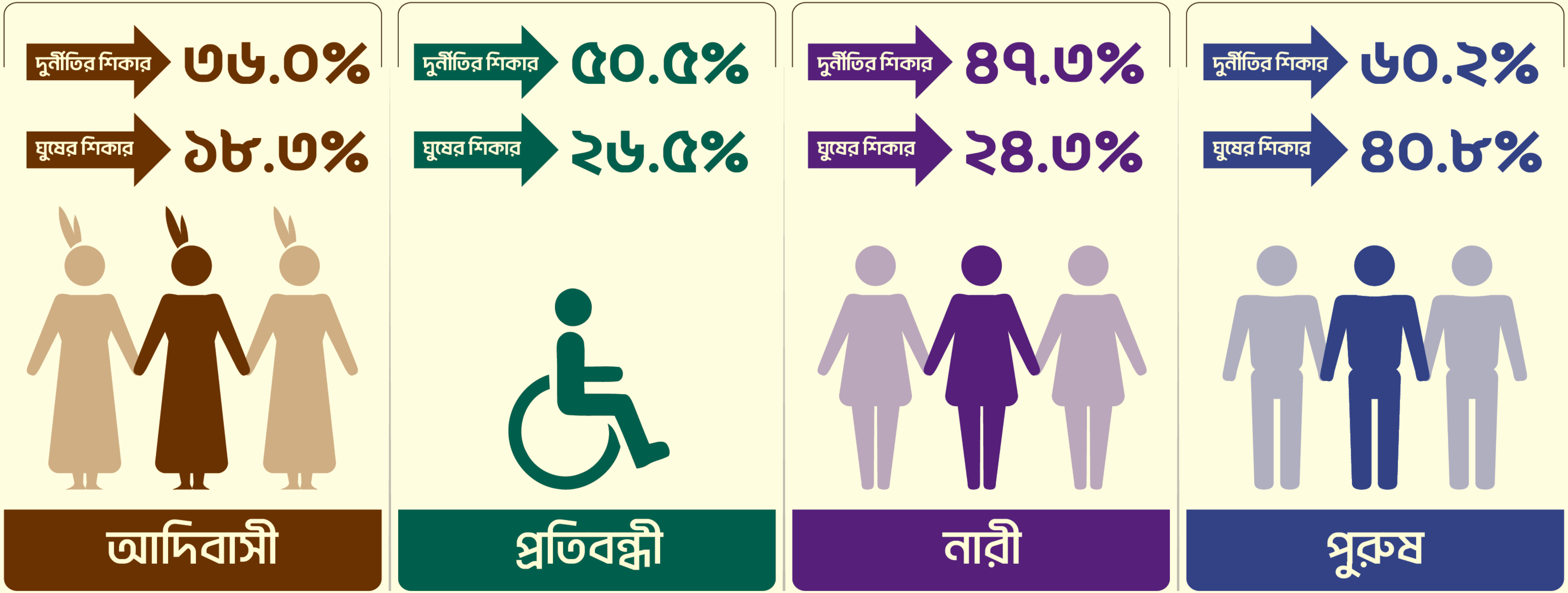

সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে জাতীয়ভাবে দুর্নীতির শিকার ৫৪.৩% এবং ঘুষের শিকার ৩৩.২%

দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

দুর্নীতির শিকার খানা (%)

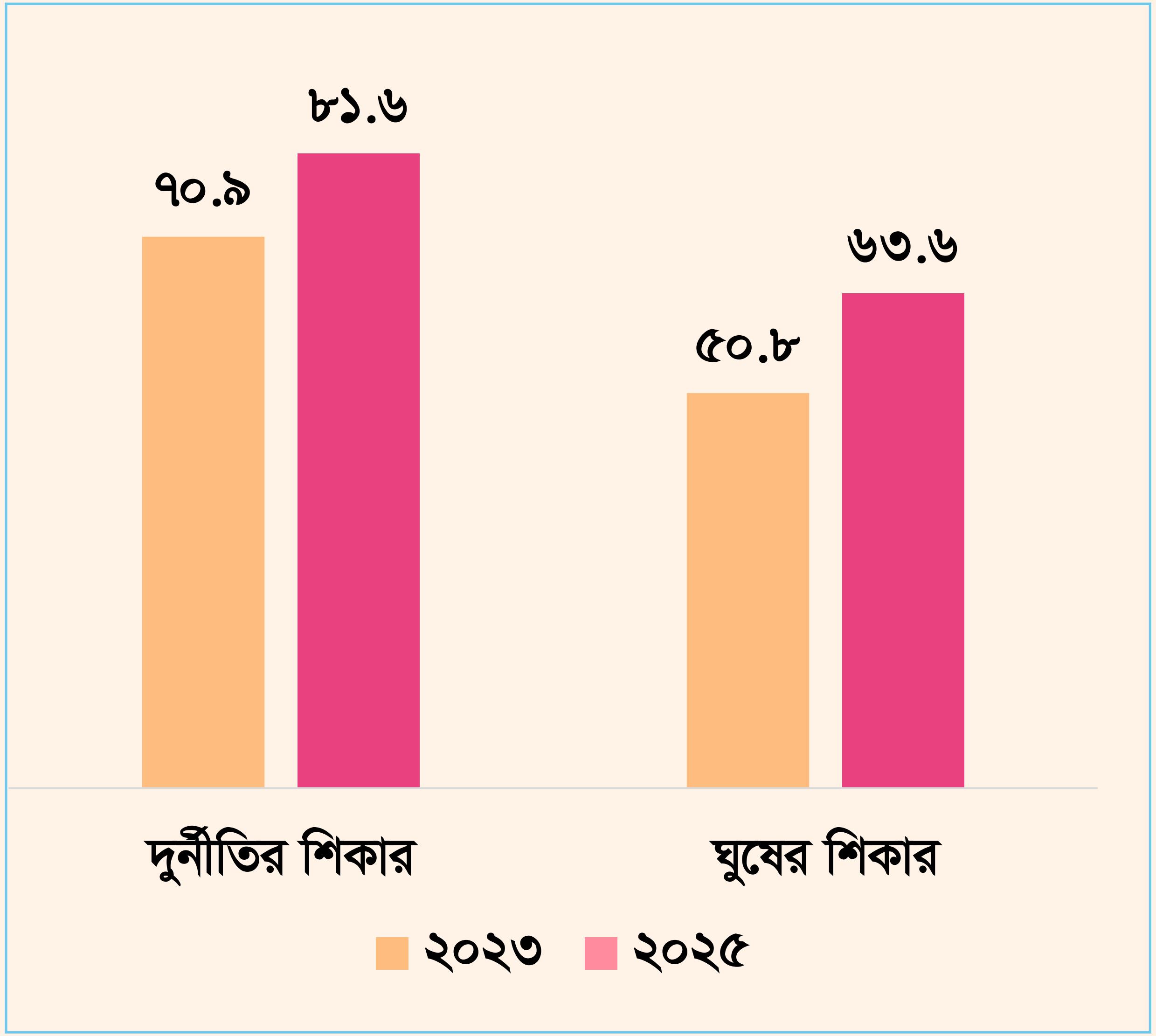

খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)

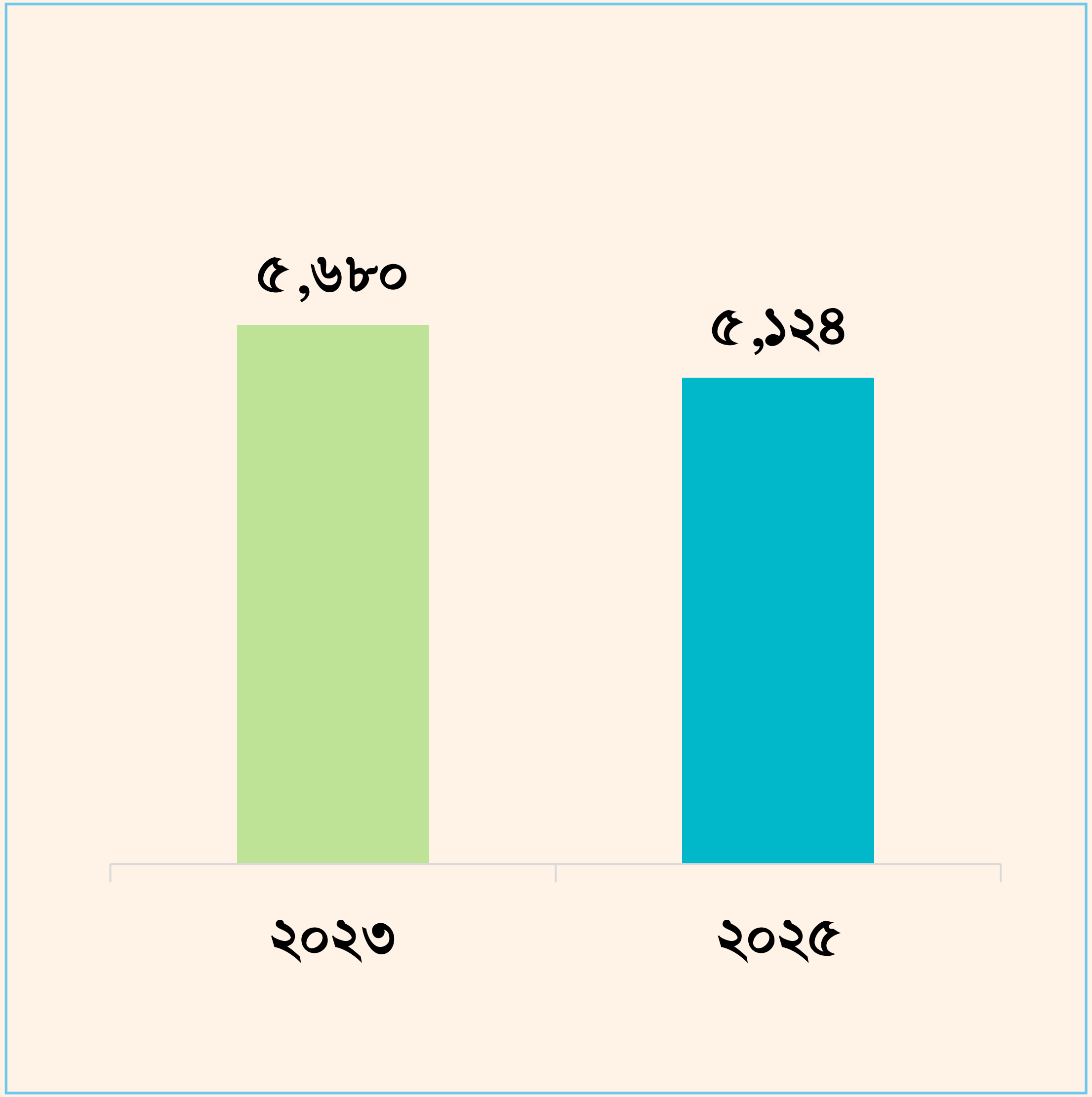

খাতভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

সেবাখাত	২০২৩	২০২৫	হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
কমপক্ষে একটি খাতে দুর্নীতির শিকার	৭০.৯	৮১.৬ ↑	১৫.১
কৃষি	২৪.৫	৬৪.৪ ↑	১৬৩.০
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৬.৫	১৩.১ ↑	১০২.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৬.০	৫২.৫ ↑	১০১.৯
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	৯.০	১৬.৩ ↑	৮১.১
বীমা	১৬.২	২৫.৬ ↑	৫৮.০
বিদ্যুৎ	২৬.৪	৩৬.১ ↑	৩৬.৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৩১.৪	৪১.৩ ↑	৩১.৫
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৯.১	৬৪.৪ ↑	৩১.২
ভূমি	৫১.০	৬৬.২ ↑	২৯.৮
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪১.০	৪৭.৪ ↑	১৫.৬
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৬২.৩	৭১.৩ ↑	১৪.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪.২	৪৬.০ ↑	৪.১
পাসপোর্ট	৮৬.০	৮৪.৪ ↓	-১.৯
বিআরটিএ	৮৫.১	৭৯.২ ↓	-৬.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৫	৬৯.৪ ↓	-৬.৮
গ্যাস	৩৭.৭	২৫.৪ ↓	-৩২.৬
কর ও শুল্ক	১৭.৯	১১.৬ ↓	-৩৫.২
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১১.১	৮.৫ ↓	-২৩.৪

↑ = বেড়েছে; ↓ = কমেছে

খাতভেদে ঘুষের* শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

সেবাখাত	২০২৩	২০২৫	হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
কমপক্ষে একটি খাতে ঘুষের শিকার	**৫০.৮**	**৬৩.৬ ↑**	**২৫.২**
কৃষি	৭.১	৪৯.৩ ↑	৫৯৪.৪
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	০.৫	১.৪ ↑	১৮০.০
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৪.৮	৩৪.৮ ↑	১৩৫.১
বীমা	১.২	২.৭ ↑	১২৫.০
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	০.৭	১.৪ ↑	১০০.০
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.১	২৯.৭ ↑	৫৫.৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৩	১২.৫ ↑	৫০.৬
ভূমি	৩২.৩	৪৭.৬ ↑	৪৭.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৬.১	২১.৯ ↑	৩৬.০
বিদ্যুৎ	৫.৮	৬.৮ ↑	১৭.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩৪.১	৩৯.৬ ↑	১৬.১
পাসপোর্ট	৭৪.৮	৭৬.৬ ↑	২.৪
কর ও শুল্ক	২.৩	২.৮ ↑	২১.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৯.৭	২৭.৭ ↓	-৬.৭
বিআরটিএ	৭১.৯	৬৩.৬ ↓	-১১.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.৩	৪৯.৩ ↓	-১৫.৪
গ্যাস	১৬.৭	৬.০ ↓	-৬৪.১
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	১.৮	১.৩ ↓	-২৭.৮

** ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে 'বাধ্য করে অথবা যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়'*

↑ = বেড়েছে; ↓ = কমেছে

খাতভেদে* গড় ঘুষের (টাকায়) তুলনামূলক** চিত্র: ২০২৩ বনাম ২০২৫

সেবাখাত	২০২৩	২০২৫	হ্রাস-বৃদ্ধির হার (%)
সকল খাত বিবেচনায় খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	৫,৬৮০	৫,১২৪ ↓	-৯.৮
ব্যাংকিং (সরকারি ও বেসরকারি)	৬,৬৮১	১৯,৩২২ ↑	১৮৯.২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৭১১	১,০৪৯ ↑	৪৭.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫,২২১	৭,৪০৭ ↑	৪১.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৮৪	৯২৩ ↑	৪.৪
বিআরটিএ	৬,৬৫৪	৬,৯২৩ ↑	৪.০
ভূমি	১১,৭৭৬	১১,৩১০ ↓	-৪.০
বিদ্যুৎ	২,৪৩১	২,২৬১ ↓	-৭.০
পাসপোর্ট	৪,৮৭৯	৪,৫৩২ ↓	-৭.১
কৃষি	১,৭১৩	১,৪০২ ↓	-১৮.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	৩০,৯৭২	২৪,৬৯১ ↓	-২০.৩
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৩,০৫১	১,৯৩৫ ↓	-৩৬.৬
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২,৬৫৬	১,২৩৩ ↓	-৫৩.৬
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬০০	২৫৮ ↓	-৫৭.০
অন্যান্য (এমএফএস, ওয়াসা, বিআরডিবি, রেল সেবা ইত্যাদি)	২,৫৭৮	৩,১৪৬ ↑	২২.০

↑ = বেড়েছে; ↓ = কমেছে

** বীমা, এনজিও, কর ও শুল্ক এবং গ্যাস সেবাখাতে নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় কিছু খাতে ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়নি*

*** ঘুষের শিকার খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে*

ঘুষ ও দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র

- স্বাস্থ্যসেবায় টিকিট সংগ্রহ ও কৃষি খাতে সার প্রাপ্তির মতো সেবায় ঘুষের বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের হার দ্বিগুণ থেকে প্রায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব সেবায় কম অঙ্কের কিন্তু উচ্চ-সংখ্যক ঘুষ লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে
- শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, যা প্রায় ১৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে; এ খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দুটি সেবা – মাসিক বেতন প্রদান এবং ভর্তি ফি পরিশোধ – উভয় ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে; মাসিক বেতন প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের হার প্রায় ৩ গুণ এবং ভর্তি ফি পরিশোধে প্রায় ৪.৫ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা খাতে সামগ্রিক দুর্নীতির হার দ্বিগুণ হয়েছে
- ঘুষের হার উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও অন্যান্য অনিয়মের বৃদ্ধি এনজিও খাতে সামগ্রিক দুর্নীতি বাড়িয়েছে। বিশেষ করে দায়িত্বে অবহেলা ২২.৭ শতাংশ থেকে ৩৬.৫ শতাংশ এবং অসদাচরণ/দুর্ব্যবহার ১৫.২ শতাংশ থেকে ২৩.২ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় সার্বিক দুর্নীতির হার ৬.৫ শতাংশ থেকে ১৩.১ শতাংশে পৌঁছেছে

লিঙ্গ ও খাতভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতা (%)

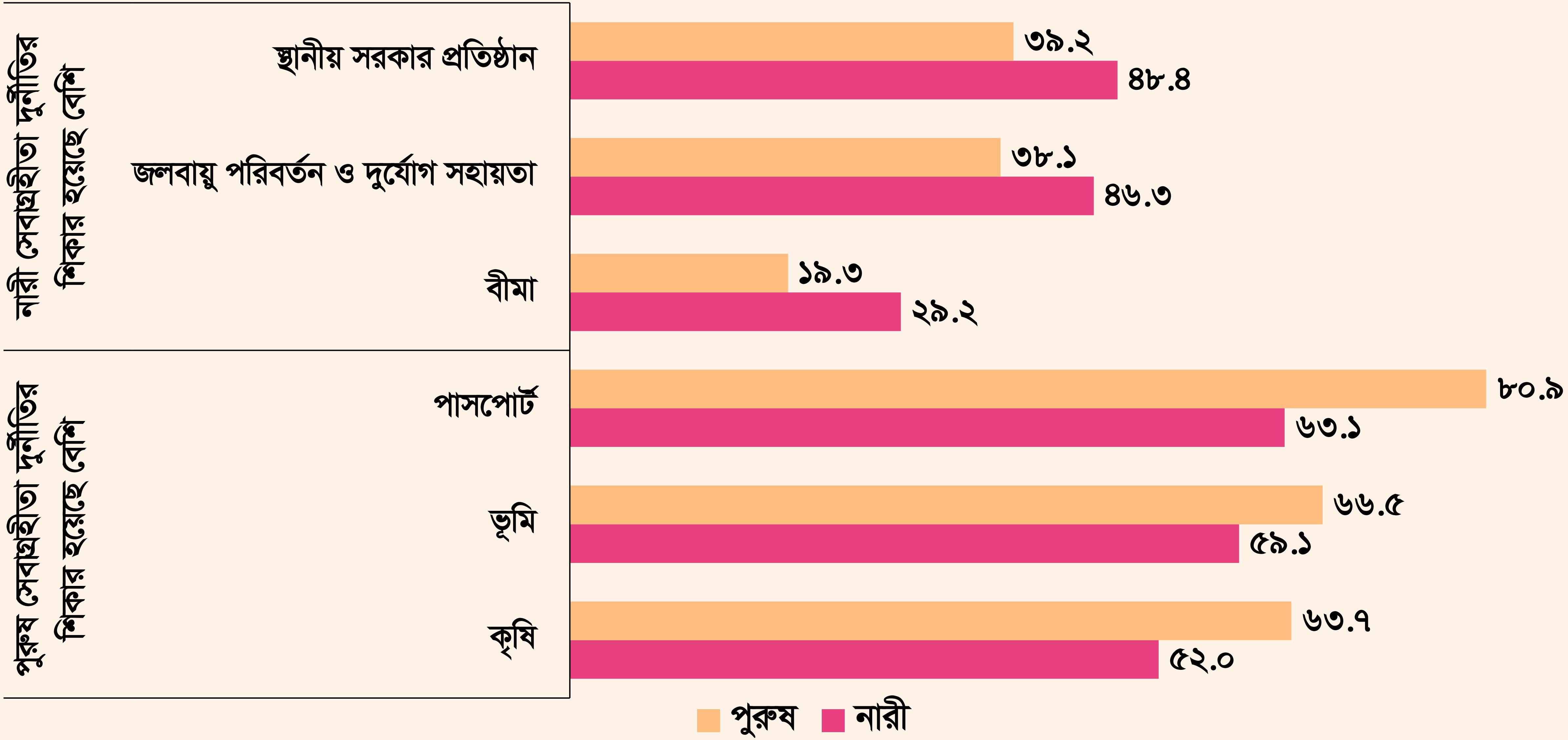

* ‘Chi-square test’ অনুযায়ী উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায় (p<০.০৫)

খানা জরিপ ২০২৫-এ প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (টাকা)

সেবাখাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত* মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
ভূমি	৩,০৮১.২
বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা	২,০১২.৮
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৯৯.০
পাসপোর্ট	১,০৮৩.২
কৃষি	৯১৮.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮০৪.৪
ব্যাংকিং	৬৭১.৯
বিআরটিএ	৬০৪.৬
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫২৫.৯
বিদ্যুৎ	৪৩৫.৬
এনআইডি	২৩৯.১
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৮১.৭
বীমা	১৬০.৭
গ্যাস	১১০.০
অন্যান্য (এনজিও, কর ও শুল্ক,জলবায়ু, এমএফএস ইত্যাদি)	২০৪.২

** ২০২২ সালের বিবিএস-এর জনশুমারি অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ*

২০২৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত **মোট ঘুষের পরিমাণ**

১২,৬৩৩.২ *কোটি টাকা*

- ২০২৩ সালের প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণের তুলনায় ২০২৫ সালে প্রায় ১৫.৯ শতাংশ (১,৭২৯.৯ কোটি টাকা) ঘুষ লেনদেন বেশি হয়েছে
- প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.২৩ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৫৮ শতাংশ

খানার আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

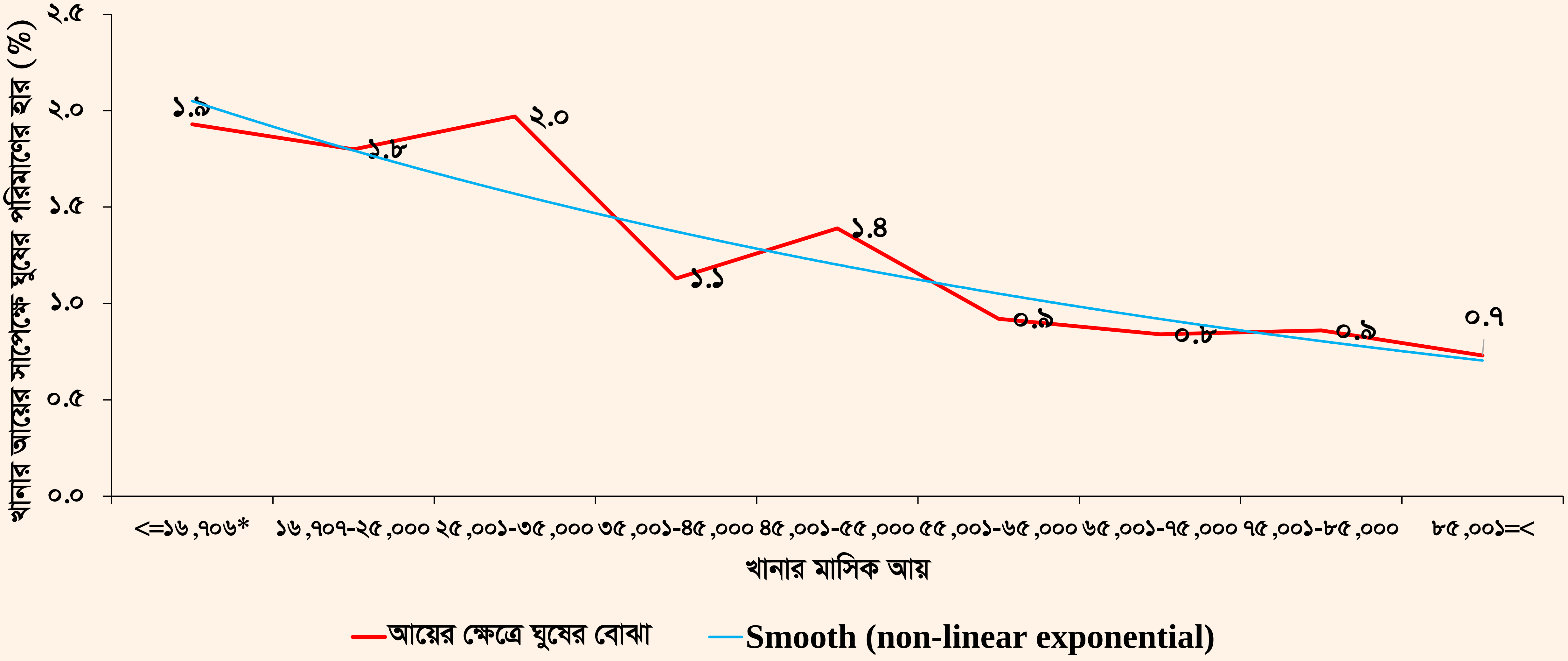

** মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করে বিবিএস ২০২২-এর উচ্চ দারিদ্র্যসীমার প্রাক্কলিত পরিমাণ ২০২৫ সালে ১৬,৭০৬ টাকা*

ঘুষ ও দুর্নীতির বোঝা: উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

- সামগ্রিকভাবে একটি পরিবার বছরে গড়ে তার মোট আয়ের ১.৭ শতাংশ ঘুষ বাবদ ব্যয় করেছে। তবে শীর্ষ পাঁচটি দুর্নীতিপ্রবণ খাতে এই হার দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা খানার জন্য ৫.১ শতাংশ, যেখানে দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা পরিবারের জন্য ৩.২ শতাংশ
- ১৩টি খানায় ঘুষের পরিমাণ তাদের বার্ষিক আয়ের থেকেও বেশি, যা কিছু ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের ৫-৬ গুণ পর্যন্ত
- দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারের জন্য পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে মোট ব্যয় মাসিক আয়ের ৭৮ শতাংশ, যার মধ্যে ৩৭ শতাংশ শুধু ঘুষ বাবদ ব্যয় হয়েছে
- একইভাবে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সেবা গ্রহণে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোকে গড়ে তাদের মাসিক আয়ের ৩৪ শতাংশ ঘুষ হিসেবে ব্যয় করতে হয়েছে; কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের মাসিক আয়ের সাড়ে চার গুণ পর্যন্ত

ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

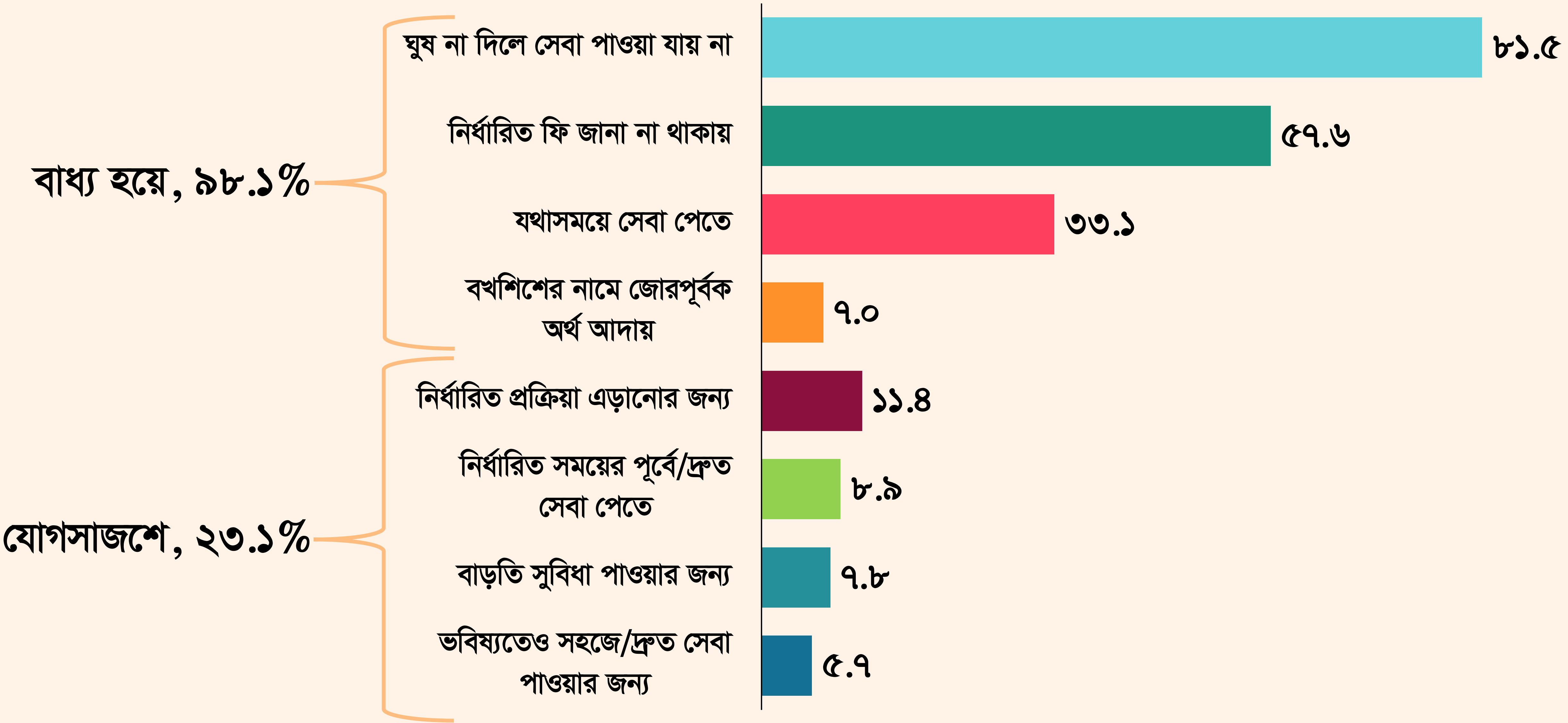

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল*

ঘুষ আদায়কারী ব্যক্তি* (%)

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	রাজনৈতিক ব্যক্তি/জনপ্রতিনিধি	দালাল	সেবাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রহরী	অন্যান্য**
৯১.২%	১৮.৯%	১৮.১%	৪.৯%	১.৭%	২.৬%

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

**আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি/বন্ধু ইত্যাদি

ঘুষ ব্যতীত অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হওয়া খানা* (%)

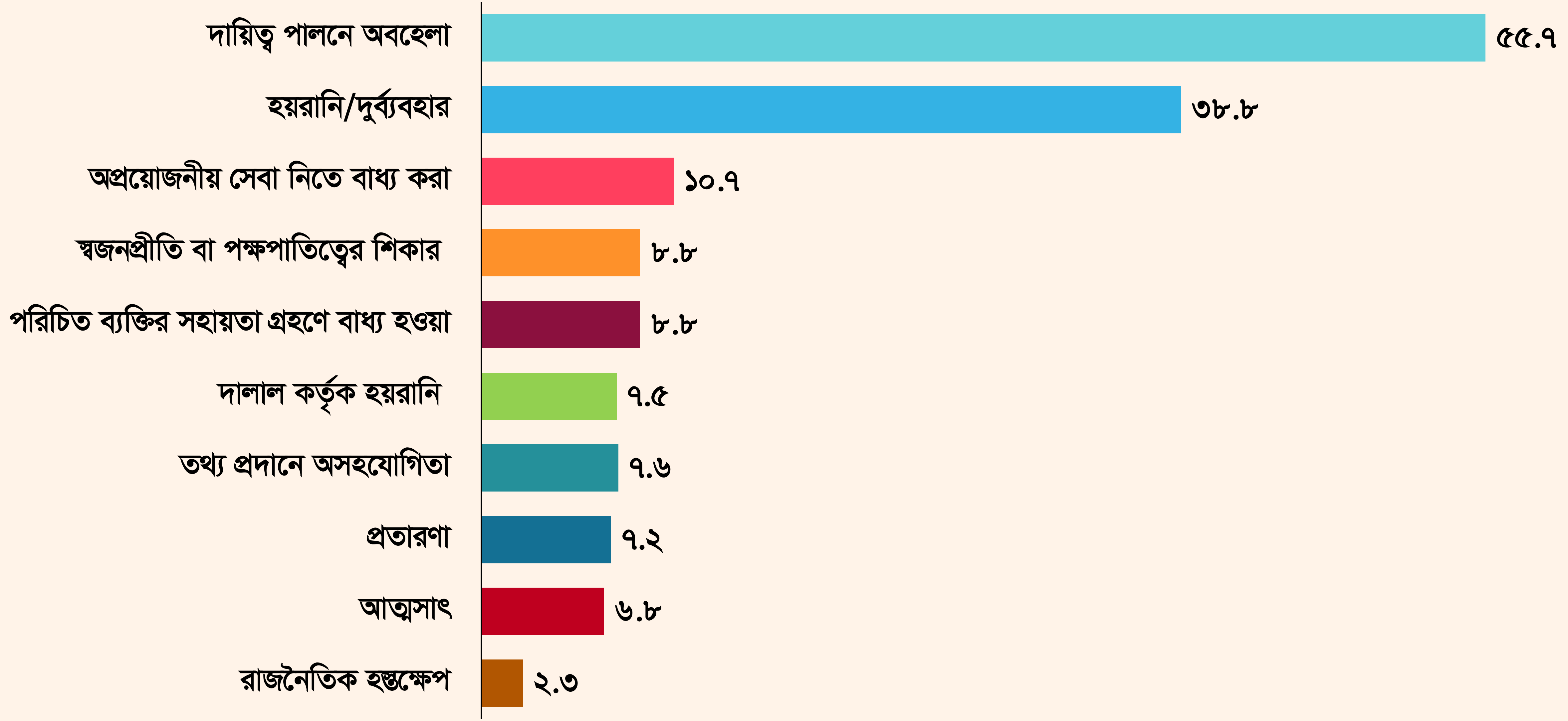

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল*

দুর্নীতির অভিযোগ দায়েরের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত (%)

- দুদকের হটলাইন সম্পর্কে জানে ৬.৯% খানা

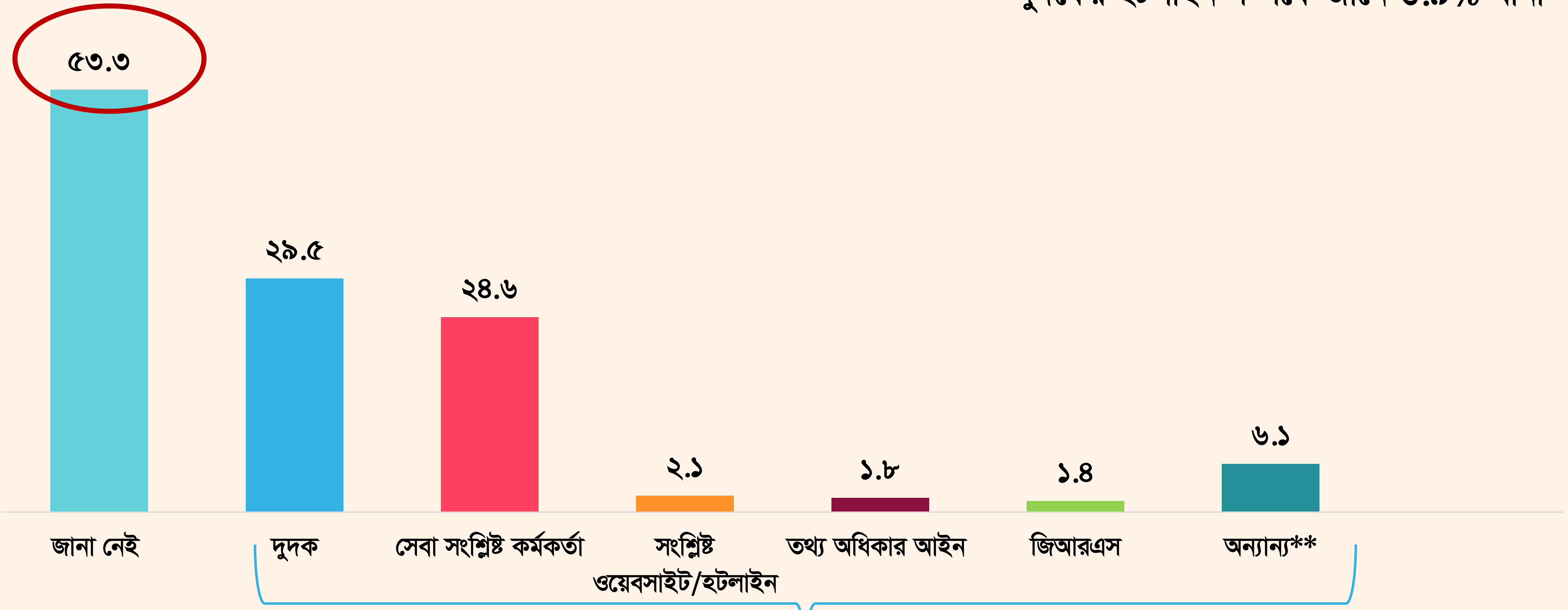

জানা আছে,* ৪৬.৭%

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

** জনপ্রতিনিধি, সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, অভিযোগ বাক্স, ইউএনও ইত্যাদি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম* এবং খাতভিত্তিক অভিযোগ দায়ের (%)

- দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার ১০.৩ শতাংশ বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছে বা চেষ্টা করেছে
- দুদক সম্পর্কে ২৯.৫% এবং জিআরএস সম্পর্কে ১.৪% জানলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম

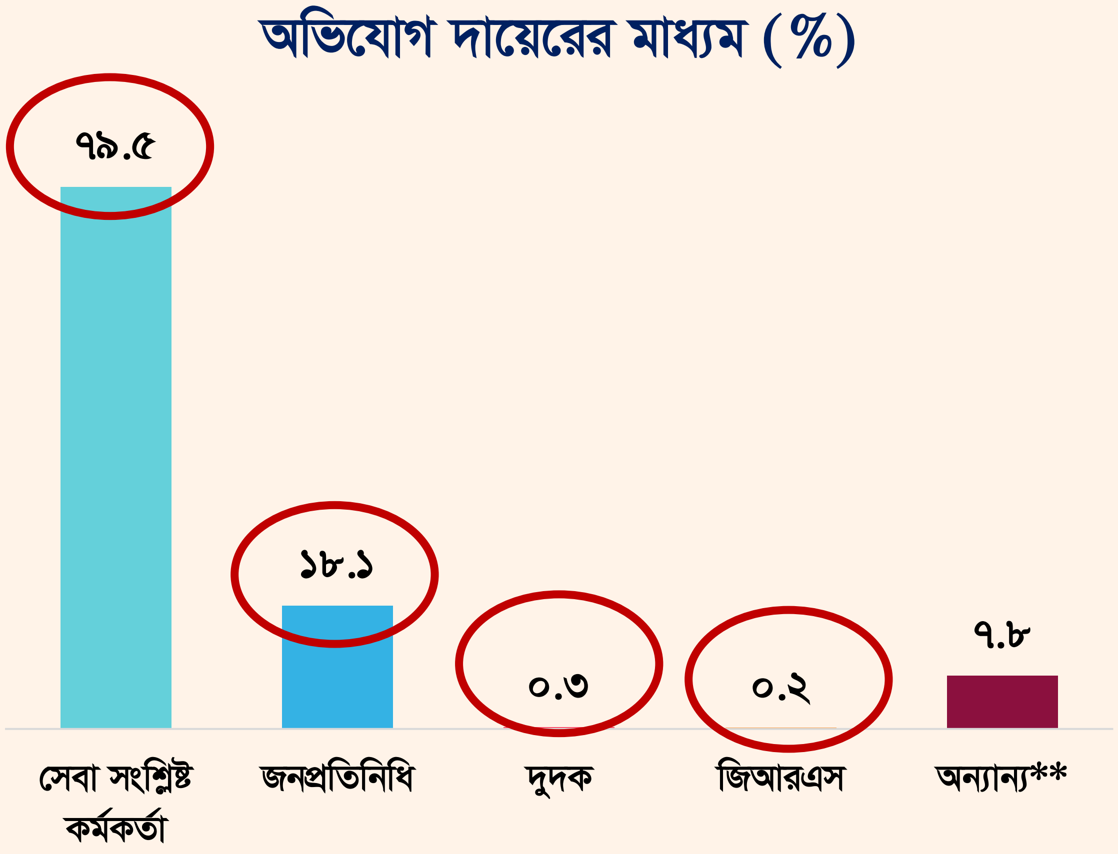

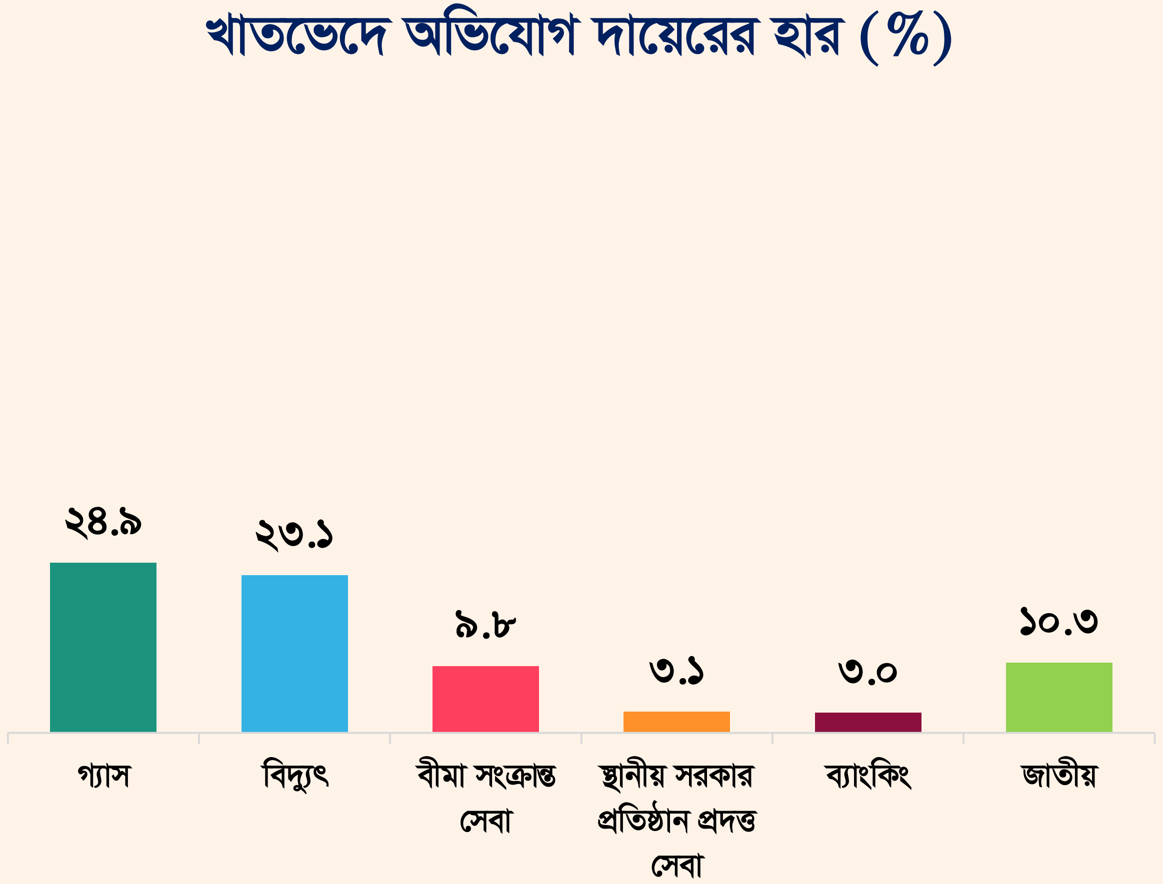

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল*

*** সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, অভিযোগ বাক্স, ইউএনও ইত্যাদি*

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা* (%)

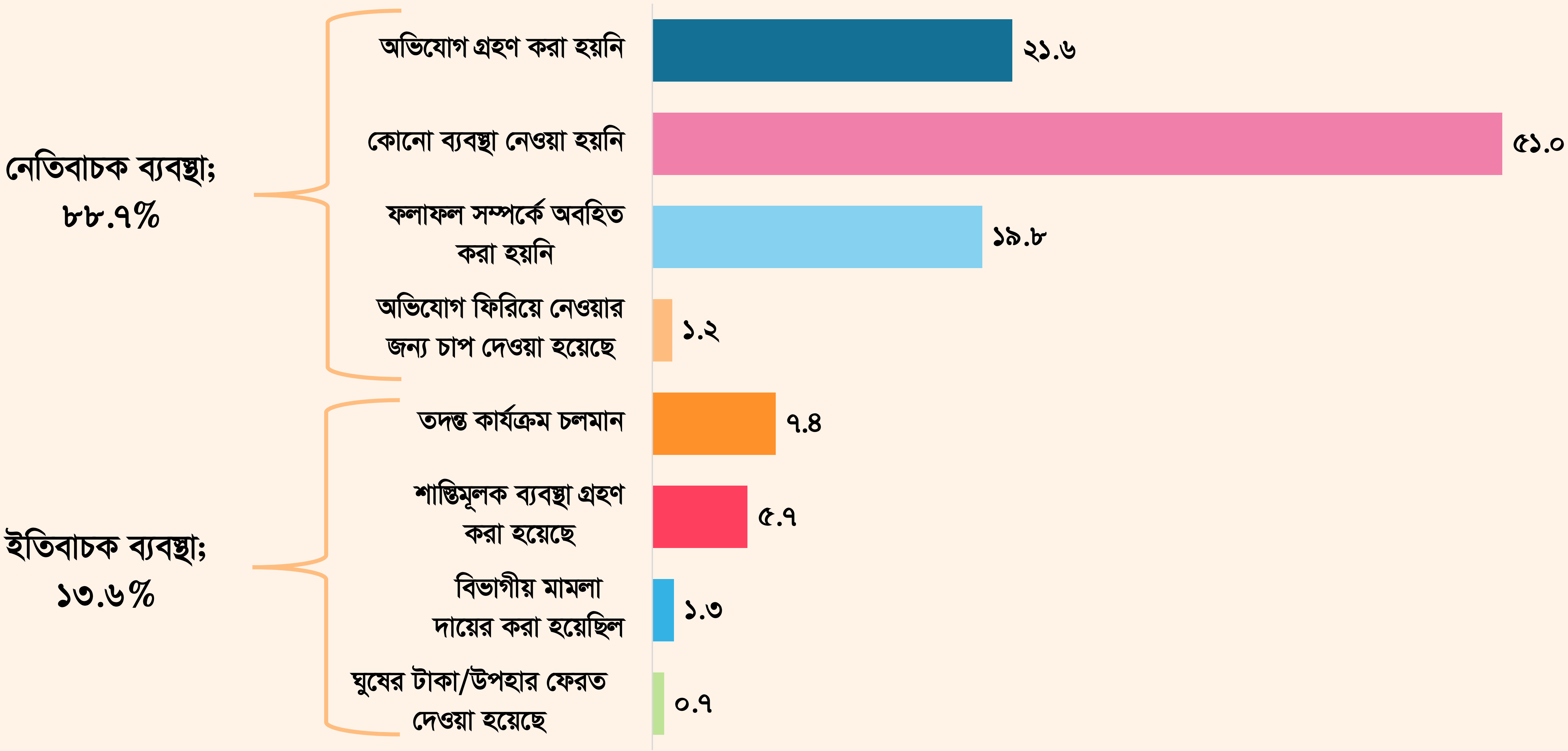

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল*

দুর্নীতির শিকার হয়েও অভিযোগ না করার কারণ* (%)

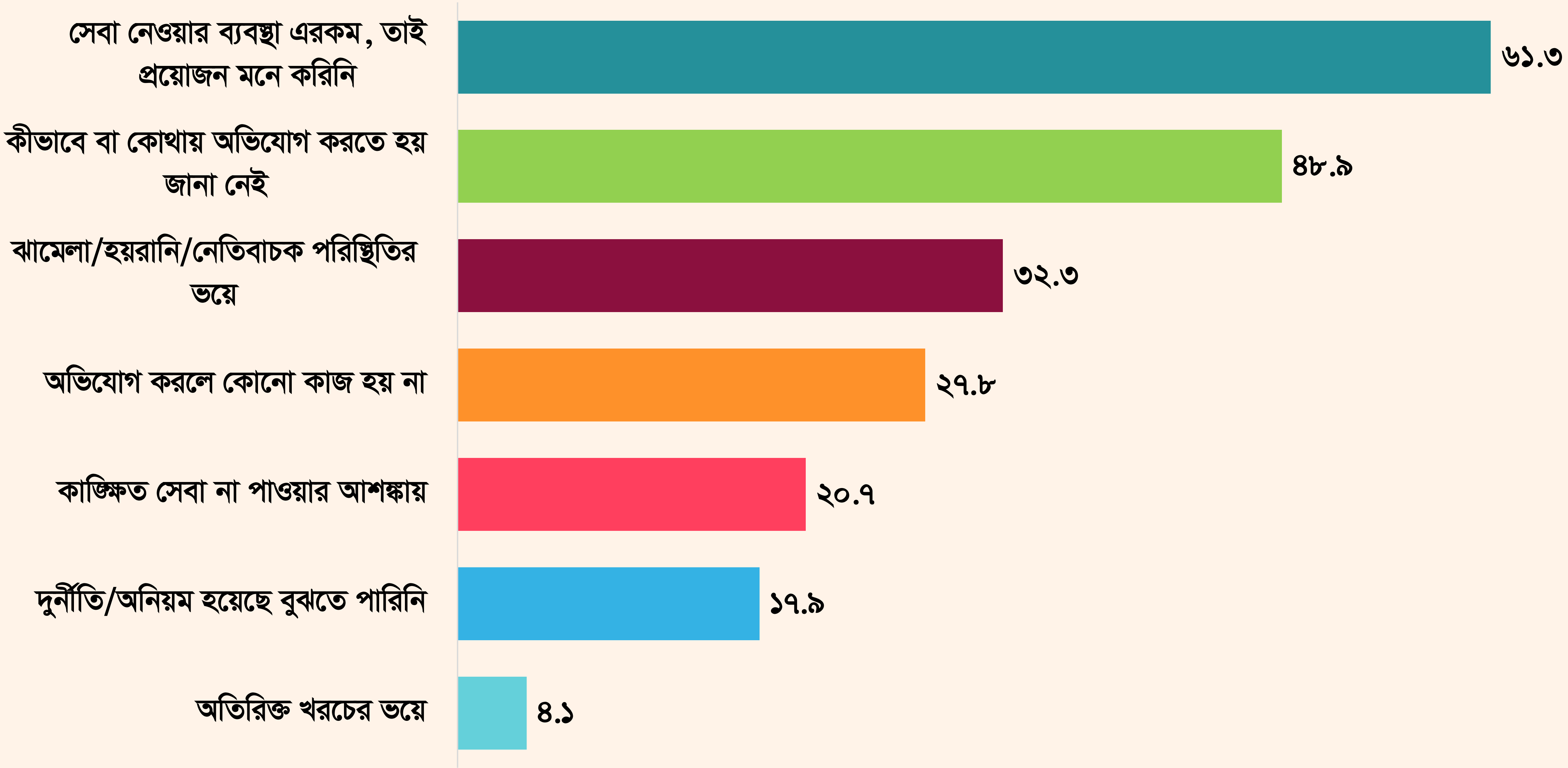

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল*

উত্তরদাতাদের মতে দুর্নীতির কারণ* (%)

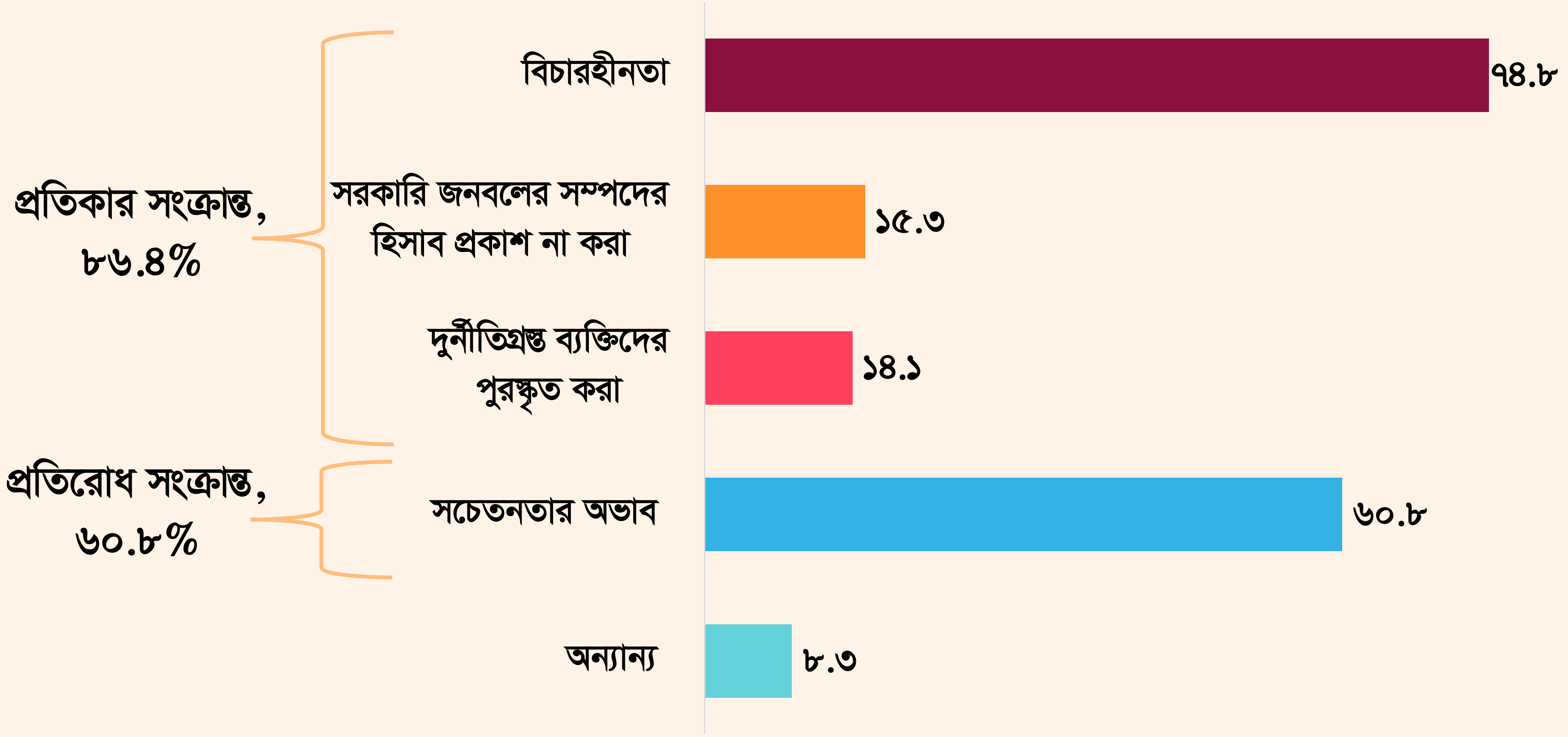

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত*

মতামত	হার (%)
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৪.১
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	৪৫.২
তদারকি জোরদার করা	৩০.৪
অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করা	২৪.২
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকাশ করা	১০.৪
নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন	৫.৬
অন্যান্য	৩.৯

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর ছাত্র-জনতার বৈষম্যহীন, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যাশার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় – ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জরিপের আওতাভুক্ত সেবাখাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে
- খানা জরিপ ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১৫.১ শতাংশ ও ২৫.২ শতাংশ); ২০২৩ এর মতোই খানা জরিপ ২০২৫-এ সর্বোচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হয়েছেন পাসপোর্ট ও বিআরটিএ থেকে সেবা নিতে গিয়ে
- তবে ২০২৩-এর তুলনায় ২০২৫-এ খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৯.৮ শতাংশ কমেছে; খানা জরিপ ২০২৫-এ গড় ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে বিচার সংশ্লিষ্ট সেবা, ব্যাংকিং ও ভূমি খাতে
- খানা জরিপ ২০২৫-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১২,৬৩৩.২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-এর তুলনায় ১৫.৯ শতাংশ বেশি, এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৫৮ শতাংশ
- একদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা; অন্যদিকে কৃষি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট এবং বিআরটিএ'র মতো জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বৃদ্ধি পেয়েছে বা একইরকম রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষণীয়; জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় -
  - গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ঘুষের শিকার হওয়ার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি (৬৬ শতাংশ বনাম ৫৮.৫ শতাংশ) হলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৪,৮৬৪ টাকা বনাম ৫,৭৫৭ টাকা)
  - সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, যা নিম্ন আয়ের খানার ওপর অতিরিক্ত বোঝার সৃষ্টি করছে
  - নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হওয়া যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে
  - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির শিকার হওয়া এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা আংশিকভাবে চালু হলেও দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার ইঙ্গিত করে যে এসব সেবা এখনো দুর্নীতিসহায়ক; একইসঙ্গে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে সেবাগ্রহীতাকে মিশ্র পদ্ধতি ও ক্ষেত্রবিশেষে দালালের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং সেবাগ্রহীতা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়
- দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন; এছাড়া ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া বেশিরভাগ খানা (৮১.৫ শতাংশ) ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে, যা ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত থাকাকে নির্দেশ করে
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি/ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় অর্ধেক খানার কোনো ধারণা নেই; অন্যদিকে দুদক সম্পর্কে ২৯.৫ শতাংশ এবং জিআরএস সম্পর্কে ১.৪ শতাংশ খানার জানা থাকলেও এসব মাধ্যমে অভিযোগ দায়েরের হার খুব কম, যা এসব ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার প্রতিফলন
    - প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ না করা এবং ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা দুর্নীতি প্রতিকারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে
- দুর্নীতির শিকার হওয়া বেশিরভাগ (৬১.৩ শতাংশ) খানার মতে 'সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করা প্রয়োজন মনে করিনি', যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করে

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ

১. দুর্নীতির প্রতিকার ও প্রতিরোধে বর্তমান সরকারের ৩১ দফাভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহার, এবং জুলাই জাতীয় সনদের ওপর ভিত্তি করে সেবাখাতের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল ও পথরেখা প্রণয়ন করতে হবে। একইসাথে বাস্তবায়নযোগ্য সকল কর্মপরিকল্পনার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী উপাদান সক্রিয়ভাবে ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

২. বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে

৩. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সেবা পুরোপুরি ডিজিটালাইজ করতে হবে যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন না হয়; অনলাইনে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে যথাযথ প্রচারণার সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বা 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে

৪. সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে সেবা দিতে হবে, সেবাগ্রহীতার সাথে কী আচরণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। সেবা গ্রহণের পর মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যা সেবাদাতার বার্ষিক মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ ...

৫. সেবাখাতে হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে -

- 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম'কে (জিআরএস) অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করার পাশাপাশি পদ্ধতিটি সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে
- সংশ্লিষ্ট সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং এসএমএস, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে; সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়েরের জন্য টোল-ফ্রি হটলাইন সুবিধা চালু ও কার্যকর করার পাশাপাশি এ সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণা করতে হবে
- দুদককে কার্যকর করার জন্য প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; সকল সেবা প্রতিষ্ঠানে দুদকের হটলাইন (১০৬) সম্পর্কে অধিকতর প্রচারণা করতে হবে
- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে; অভিযোগগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ এবং অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে ক্ষুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে অবহিত করতে হবে
- সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ ...

৬. নাগরিকরা যাতে সহজেই বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির বিষয়ে হালনাগাদ ও পরিপূর্ণ তথ্য জানতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে

৭. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত প্রকাশ ও হালনাগাদ করতে হবে, যাতে নাগরিকেরা তথ্যের জন্য আবেদন না করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে পারেন

৮. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও কৃষিসহ যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয় সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে। কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৯. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে জমা দিতে হবে। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ আসলে বা দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা যাচাইপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১০. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে

ধন্যবাদ

বিশেষজ্ঞ প্যানেল

নাম	প্রতিষ্ঠান
সেকান্দার হায়াত খান	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিকে. মো. মতিউর রহমান	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ শোয়ায়েব	প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন	অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এ. কে. এনামুল হক	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)